শুট ম্যানিয়া স্টর্ম

ইউবিআই সফটের নাম শুনলেই চোখে ভেসে ওঠে অ্যাসাসিনস ক্রিড, ডেভিল মে ক্রাই, প্রিন্স অব পার্সিয়া কিংবা স্প্লিন্টার সেলের মতো গেমগুলোর কুশলী যুদ্ধক্ষেত্র, অস্ত্র ও শক্তির মহড়া আর রক্ত-উন্মাদনা। ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমের এ প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ইউবিআই সফট এবং নাইডো বিশ্বকে একটি নতুন আঙ্গিক উপহার দিল, যার নাম 'শুট ম্যানিয়া স্টর্ম'। নাম শুনেই গোলাগুলি নিয়ে পাগলামো মনে হলেও। বাস্তব চিত্রটা এরচেয়ে পুরপুরি ভিন্ন। রেটিংয়ে বারো বছরের কম বয়সীদের জন্য প্রযোজ্য না হলেও গেমটির প্রধান নির্মাতা ফ্লোরেন কাসেলনেরাক এটিকে সব বয়সীর খেলার জন্য উপযুক্ত মনে করেন।

এ গেমটির নতুনত্ব এখানেই যে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম হওয়া সত্ত্বেও গেমটিতে কোনো প্রচলিত সহিংসতা নেই। গেমটিতে কিছু যুগান্তকারী অস্ত্রের পাশাপাশি রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন কিছু অস্ত্র, যা গেমারকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। এতে আছে নাইডোর আগের গেম ট্র্যাকম্যানিয়ার ম্যাপ এডিটর, যা অফলাইন মোডে নিজের মতো ও মাল্টিপ্লেয়ার মোডে খেলোয়াড়দের ইচ্ছেমতো যুদ্ধক্ষেত্র তৈরির সুযোগ দেয়।

গেমটি নির্মাণ করা হয়েছে মূলত তিনটি যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে। তুষারপাতের দেশ সাইরো, ঝঞ্ঝার দেশ স্টর্ম এবং অপর দেশটি অজানার, যা কাঠের ওপর তৈরি। সহিংসতা বিলীন করার পাশাপাশি এতে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা হলো গেমটির সারল্য। মাউসের রাইট বাটন দিয়ে লাফানো আর লেফট বাটন দিয়ে রকেট ছোড়া ছোটবেলার আমেজকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

শুট ম্যানিয়া স্টর্মে সবচেয়ে বড় চমকটি হচ্ছে এই রকেট এবং রেইল গান। এছাড়া কাঠের দেশ, যেখানে গোলাগুলি করা যায় না, সেখানে তীর-ধনুকের ব্যবস্থাও আছে। গেমটিতে গেমারের অবস্থা ও শক্তি নির্দেশের জন্য আলাদা তিনটি বার রয়েছে, যেগুলো জাম্প বার, স্প্রিন্ট বার এবং ফায়ার পাওয়ার বার, যা গেমারের অ্যানিমেশন নিয়ন্ত্রণ করবে। বিশ্ব যখন পুঁজিবাদী ও পোস্ট-মর্ডানিজম চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তখন সহিংসতাবিবর্জিত একটি অ্যাকশন গেম সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে, এমনটি আশা করা যায়।

গেমটির একটি সুবিধাজনক দিক হলো, যাদের কমপিউটার কনফিগারেশন খুব ভালো নয়, তারাও বেশ আরামের সাথে গেমটি খেলতে পারবেন। তবে ট্র্যাকম্যানিয়া গেমটির রেসিং ট্র্যাকগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা বলে অনেক পুরনো গেমারের কাছেই বিষয়টি দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে। তবে দিনশেষে নিখাদ নির্ভেজাল আনন্দ লাভের জন্য অ্যাকশনপ্রেমী যেকোনো বয়সী গেমারের বিনোদন খুঁজে পেতে এ গেমটি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

সিপিইউ : ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৪০ গিগাহার্টজ। **গ্রাফিক্সকার্ড :** জি ফোর্স ৮৮০০ জিএস/রেডিওন এইচডি ৩৮৫০। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **অপারেটিং সিস্টেম :** উইন্ডোজ এক্স-পি ৩২ বিট। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ২ গিগাবাইট।

ইনজাস্টিস– গড অ্যামং আস

ছোটবেলা থেকেই আমরা যে জগত কল্পনা করি, সেখানে সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, ওয়ান্ডার ওম্যানরা পৃথিবীকে সব অশুভ শক্তি ও ভয়ঙ্কর আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে। কেমন হবে যদি ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা কল্পনার জগতটা ভেঙে যায়? যদি সুপারম্যানই লুইস লেন ও তার গর্ভের বাচ্চাকে হত্যা করে বসে এবং রাগে ছিন্ন ভিন্ন করে বসে জোকারকে। যদি আটলান্টিসের সৈন্যরা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে? সুপার হিরোদের অপরিসীম ক্ষমতার ঋণাত্মক ফলাফলটা কেমন হবে, তার পটভূমি নিয়েই গড়ে উঠেছে নেদার রিয়াল্ম স্টুডিওর গেম ইনজাস্টিস– গড অ্যামং আস।

মরটাল কমব্যাট টুডি ব্যাটলস্ক্রিন পদ্ধতিতে ওয়ান অন ওয়ান ফাইটিংধর্মী এই গেমে অদ্ভুত কৌশলে যোগ করা হয়েছে থ্রি ডাইমেনশনাল মুভমেন্ট। পুরনো দিনের কমব্যাট গেমের মতো এখানেও চার বাটন কন্ট্রোল সিস্টেম রাখা হয়েছে। ফলে বাড়তি কোনো জটিলতা মোকাবেলা করতে হবে না। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেম ব্যাটলগুলো সংঘটিত হয়। ব্যাটকেভ, ওয়াচ টাওয়ার এবং ফোরট্রেস অব সলিটিউড। এই তিনটি স্থানের প্রত্যেকটির বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন টুল রাখা আছে, যেগুলো

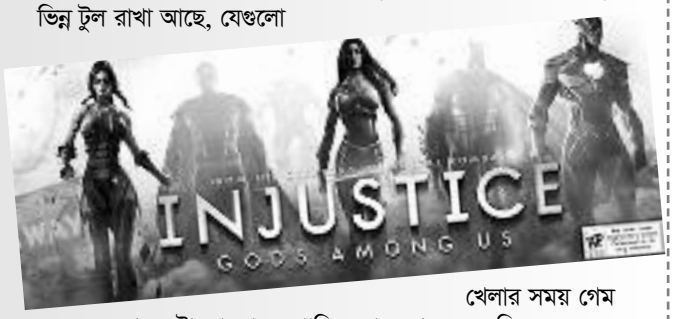

খেলার সময় গেম ক্যারেকটাররা আরও শানিত আক্রমণ করতে নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। যেমন– ব্যাটম্যান ব্যাটল অ্যারেনাতে রাখা একটি গাড়ি প্রজেক্টাইল দিয়ে ধ্বংস করে বিশাল বিস্ফোরণ সৃষ্টি করতে পারে। আবার একই গাড়ি সুপারম্যান এক হাতে উঠিয়ে ব্যাটম্যানের মাথায় ভাঙতে পারে। প্রচলিত সুপার হিরোদের দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিই এই গেমটিতে প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে যাদের নিয়ে খেলা যাবে তাদের মাঝে অ্যাকুয়াম্যান, সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, ফ্ল্যাশ গ্রিন ল্যান্টার্ন, ওয়ান্ডার ওম্যানদের মতো সুপার হিরো আর জোকার, সিনেস্ট্রো, র‍্যাভেনদের মতো দুনিয়া কাঁপানো ভিলেনদের। বর্তমানে ২৫টি ক্যারেক্টার রয়েছে এবং পাবলিশাররা জানিয়েছেন সামনে গেমটি আপডেটের মাধ্যমে আরও ক্যারেক্টার যোগ করা সম্ভব হবে। অসম্ভব নতুন ধারার এই গেমটির প্রি-অর্ডারের ওপর চিরায়ত কমিকপ্রেমীদের জন্য রয়েছে অনেক বোনাস। ইবি গেমস ও গেম স্টপ প্রি-অর্ডারের সাথে বিনামূল্যে দিচ্ছে সুপারম্যান : রেড সন লিমিটেড এডিশনের কমিক সিরিজ, ওয়ালমার্ট বিনামূল্যে দিচ্ছে আরকামসিটি স্ক্রিনপ্যাক এবং মারভেল কমিকের একটি বোনাস কপি।

গেমটির শেষে বোনাস হিসেবে রয়েছে স্টার ল্যাবস চ্যালেঞ্জ মোড, যা দিয়ে গেমাররা অনলাইনে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দুর্ধর্ষ সুপার হিরো আর সুপার ভিলেনদের। এই গেমকে কেন্দ্র করে নেদার রিয়ালম বের করেছে অসাধারণ এক ভিডিও প্যাকেজ, যা পুরো গেমটিকে একটি কাহিনীভিত্তিক কমব্যাট গেমে পরিণত করেছে গেমিং জগতে নিঃসন্দেহে প্রথম।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

সিপিইউ : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজ। **গ্রাফিক্স কার্ড :** জি ফোর্স ৮৮০০ জিটি/রেডিওন এইচডি ৩৮৭০। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **অপারেটিং সিস্টেম :** উইন্ডোজ সেভেন ৩২ বিট। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ১০। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ১৫ গিগাবাইট।

স্লেন্ডার– দ্য অ্যারাইভাল

স্লেন্ডার গেমিং সিরিজের এখন পর্যন্ত সর্বশেষ সংযোজন স্লেন্ডার দ্য অ্যারাইভাল। গেমটির মেকানিকস আগের গেমগুলোর মতোই। কিন্তু এর দ্রুতি ও গ্রাফিক্স আগের সবগুলোকেই ছাপিয়ে গেছে। গেমটিকে আরও ঘটনাবহুল ও অনবদ্য করে তোলার জন্য পাঁচটি নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে।

গেমটির মূল চরিত্র লরেনকে ঘিরে এবং গেমের শুরুটাও তাকে নিয়েই। লরেনের বান্ধবী কেটের মা মৃত্যুবরণ করার পর কেট হারিয়ে যায় ওকসাইড পার্কের ঘন বনের মাঝে। শুধু পরে থাকে আটটি ছেড়া পৃষ্ঠা, যা লরেনের পক্ষে কেটকে খুঁজে পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। সেখানেই লরেনের দেখা হয় দ্য স্লেন্ডারম্যানের সাথে। এরপর প্রতিমুহূর্তে ঘটতে থাকে চমকপ্রদ সব ঘটনা। গেমটি শুরু করার পরপরই একটি নতুন লেভেল আনলক হয়– হার্ডকোর এন্ডিং। সেখানে সাধারণ মোডে গেমটি শেষ করার পর লরেনের আত্মা রেডিও টাওয়ার থেকে ঘুরতে ঘুরতে রহস্যময় সিরিজ অব সিম্বলসের মধ্য দিয়ে পৌঁছায় নতুন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত বনে, সেখান থেকেই মূলত গেমটির অ্যাডভেঞ্চার শুরু।

স্লেন্ডার দ্য অ্যারাইভালের চমক যেনো শেষ না হয়, সেজন্য সারভাইভাল হররধর্মী এ গেমটিতে টিকে থাকার জন্য রয়েছে সিক্রেট লেভেল, যেখানে একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি থেকে একটি ছোট্ট মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে।

গেমের শুরুতে বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র এলিমেন্ট থাকে একটি টর্চ। লরেন মাথায় আঘাত পাওয়ার পর সেই সম্বলটিও হারিয়ে যায়। লরেন ও কেট তাদের চারপাশের জিনিসগুলো ব্যবহার করে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে ফেলে গেমের প্রধান প্রতিপক্ষ দ্য স্লেন্ডারম্যানের পরিচয়। গেমটিতে ব্যবহার করা হয়েছে রিয়েল টাইম গ্রাফিক্স, যা চারপাশে থাকা সামান্য কাঠি থেকে শুরু করে গ্যাস সিনিস্টার, লিফট থেকে জেনারেটর সবকিছুই ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। রহস্যধর্মী এ গেমের প্রতি অধ্যায়ের চমক নিঃসন্দেহে যে কাউকে অভিভূত করবে।

ব্লু আইল স্টুডিওর স্লেন্ডার সিরিজের এ গেমটির চিত্রনাট্য লিখেছেন বিখ্যাত রহস্য চিত্রনাট্যকার জোসেফ ডিলাগ টিম সুটান এবং ট্রয় ওয়াগনার। ইউনিট ইঞ্জিনের ব্যবহার সম্পূর্ণ গেমটিতে এনেছে একটি অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য, যা নিঃসন্দেহে ভালো লাগার মতো।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

সিপিইউ : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.১৩ গিগাহার্টজ। **গ্রাফিক্স কার্ড :** জি ফোর্স ৮৮০০ জিটি এক্স ২৬০/রেডিওন এইচডি ৪৮৫০। **র‍্যাম :** ৩ গিগাবাইট। **অপারেটিং সিস্টেম :** উইন্ডোজ সেভেন ৩২ বিট। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ২ গিগাবাইট।

ওয়ারিয়র্স অব ওরোচি ৩

জাপানের সর্প দেবতা ও ড্রাগনের জনক ওরোচি। ওয়ারিয়র্স অব ওরোচি ৩ ডাইনেস্টি ওয়ারিয়র্স গেম সিরিজের সর্বশেষ সিক্যুয়াল। এ পর্বে সর্প দেবতার পুনর্জীবন লাভের মধ্য দিয়েই শুরু হয় ওয়ারিয়র্স অব ওরোচি ৩-এর কাহিনী। এর প্রি-সিক্যুয়ালে যখন ওরোচিকে ধ্বংস করা হয়, তখন তার সহচর আট মাথার হাইড্রা ও ওরোচির পিশাচ বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য দাঁড়ায় মানবজাতিকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে পুনরায় সর্প দেবতার পুনর্জীবন ফিরে আনার চেষ্টা।

সে মুহূর্তে মানবজাতির আসন্ন ধ্বংসের বিরুদ্ধে আবার রুখে দাঁড়ায় জাপানের বিভিন্ন রাজবংশ। গেমটি আগের প্লাটফর্ম এবং ইঞ্জিনের ওপর করা হয়েছে বলে এর আগের গেমগুলোতে যে ফ্রি ব্যাটল মোড ছিল সেটিও পাওয়া যাবে এবং প্রত্যেক যোদ্ধার স্কিল আপগ্রেডের সুযোগও থাকবে। ফলে গেমটিতে পাওয়া যাবে দুর্দান্ত কমব্যাটের প্রকৃত স্বাদ।

জাপানের ভু, শু, জিং ওয়েই এবং সামুরাই রাজবংশের সব যোদ্ধা এবং বিভিন্ন প্রান্তের যোদ্ধারা এ গেমে এসেছে যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে। এ ধরনের প্রায় একশ'রও বেশি চরিত্র পাওয়া যাবে গেমটি নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। প্রতিটি চরিত্রেরই রয়েছে নিজস্ব বিশেষায়িত অস্ত্র এবং সেগুলোর চমকপ্রদ ব্যবহার, যা জাপানি মিথলজিকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করে।

গেমটি শুরু হয় টাইম ট্রাভেলিংয়ের মাধ্যমে, যেখানে অতীতে গিয়ে পুরনো যোদ্ধাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তাদের সম্মিলিত করতে হয় হাইড্রার পিশাচ বাহিনীর বিরুদ্ধে।

গেমটির প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং ঘটনার সমৃদ্ধতায় আগের সব গেমকে ছাড়িয়ে গেছে সব ক্ষেত্রেই। গেমটিতে পাওয়ার মেকানিকস হিসেবে প্রতিটি ক্যারেক্টারের নতুন একটি মুভমেন্ট সংযোজন করা হয়েছে, যার নাম ওয়ান্ডার। নিজেদের নেতৃত্ব সুসংগঠিত করা এবং সেই অনুসারে সৈন্য পরিচালনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অদ্ভুতভাবে এ গেমটিতে চরিত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, দুঃখবোধ, ভালোবাসা এসব ও যুদ্ধক্ষেত্রে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি চরিত্রে রয়েছে চারটি ভিন্ন ভিন্ন লেভেলের অস্ত্র ব্যবহারের সুবিধা এবং নিজস্ব কমব্যাট টেকনিক। এছাড়া ট্রিপল অ্যাটাক, মোশন অ্যাটাক এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী পিশাচেরা সম্পূর্ণ গেমটিতে একটি ভিন্নধারা প্রতিষ্ঠা করেছে।

কোয়েই গেমসের এ সর্বশেষ সংযোজন গেমারদের শুধু মনই জয় করবে না, তাদের আত্মাকেও টেনে নিয়ে যাবে সেই প্রাচীন জাপানের মিথলজিক্যাল এবং রাজবংশীয় যুগে। মিথলজিক্যাল গেমারদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি হবে প্রথম পছন্দ।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

সিপিইউ : ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৪০ গিগাহার্টজ। **গ্রাফিক্স কার্ড :** জি ফোর্স ৮৮০০ জিএস/রেডিওন এইচডি ৩৮৫০। **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট। **অপারেটিং সিস্টেম :** উইন্ডোজ এক্সপি ৩২ বিট। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ৬ গিগাবাইট কজ

ফিডব্যাক : riyadzubair@gmail.com